FEB. 21 2001

FEB. 21 200[illegible]

তারিখ

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

একুশে ফেব্রুয়ারি বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস

স্বীকৃতি এলো যেভাবে

কাজী কুদরত-ই-খোদা / এম. এইচ. কবীর মেহরাব

আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে হয় বায়ান্নর সেই বীর শহীদদের। সেদিন রফিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকের মহতী আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার বিজয়ের এক জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৭ নভেম্বর ১৯৯৯ তাদের উত্তরসূরি কানাডাবাসী রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সেই বিজয় 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' হিসাবে আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করল। এটা এক বিরাট বিজয়, বাংলা ভাষার বিজয়, বাংলাদেশের বিজয়। এ বিজয় অর্জনে জনাব রফিক ও জনাব সালাম আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে সংগ্রাম করেছেন তার প্রতিদানে শহীদ রফিক, সালাম, বরকত ও জব্বারের নামের পাশাপাশি রফিকুল ইসলাম ও আব্দুস সালামের নামও 'বীর ভাষাসৈনিক' হিসাবে বাংলা ভাষার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৭ নভেম্বরের এই বিজয়ের পর অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে জনাব রফিক বলেন, '১৯৭১ সালে ৮ ডিসেম্বর সাথী মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে নিজ শহর কুমিল্লায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশকালে যে আনন্দ পেয়েছিলাম আজ ১৭ নভেম্বর '৯৯-এ সেই একই ধরনের আনন্দ আমাকে শিহরিত করেছে।'

যাঁরা বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন

1. Mr. Koichiro Matsuura, Director General, UNESCO, Paris. [ইউনেস্কোর প্রধান হিসাবে তাঁর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ]

2. Ms. Anna Maria Majlof, Program Specialist, Language Division, UNESCO, Paris. [প্রধান সমন্বয়কারী, অপরিসীম যাঁর আন্তরিকতা]

3. Ms. Vigdis Finnbogadottir, (Ex-President-Iceland) Goodwill Ambassador for Linguistic Diversity and Multilingual Education, UNESCO, Paris. [তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় ইউনেস্কো ন্যাশনাল কমিশনকে সমর্থনদানে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।]

4. Mihaly Rozsa, Secretary General, Hungarian National Commission for UNESCO. [প্রথম সমর্থক হিসাবে হাঙ্গেরির সমর্থনপত্র ১৬ আগস্ট '৯৯ ইউনেস্কোর সদর দফতরে পাঠান]

5. Hasan Ferdous, Officer-in-Charge, Public Inquiries Unit, Department of Public Information, United Nations, New York, USA. [৯ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল কোফি আনানকে লেখা জনাব রফিকের পত্রের উত্তরে সঠিক দিকনির্দেশনা দেন ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন]

6. Tozammel Huq, Senior Special Advisor to DG, UNESCO HQ, Paris.

7. Rafiqul Islam, President -Mother Language Lovers of the World, Richmond, Canada. [প্রধান উদ্যোক্তা ও 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস' অর্জনের প্রাণপুরুষ]

8. Abdus Salam, Director, Mother Language Lovers of the World, Burnaby, BC, Canada. [জনাব রফিকের প্রধান সহযোগী]

সরকারের পক্ষ থেকে যাঁরা বিশেষভাবে উদ্যোগ নিয়েছেন

1. A. S.H.K. Sadek, Education Minister, Govt. of the Peoples' Republic of Bangladesh.

2. Kazi Rakib uddin, Secretary General, Bangladesh National Commission for UNESCO.

3. Prof. Kafiluddin, Secrctary, Bangladesh National Commission for UNESCO.

4. Syed Moyazzam Ali, Bangladesh Ambassador to France in Paris.

5. Mr. Iktier Chowdhury, Counsellor, Bangladesh Embassy in Paris.

বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস প্রতিষ্ঠার এ বিজয় সংগ্রামে বাংলার আপামর জনগণ ও 'মাদার ল্যাংগুয়েজ লাভার্স অব দি ওয়ার্ল্ড'-এর পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ

ঐতিহাসিক প্রস্তাবটি বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোর মাধ্যমে ইউনেস্কোর সদর দফতরে প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে জনাব রফিক, সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কো শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় বরাবর চিঠি পাঠান ২৪ জুলাই '৯৯।

১০ সেপ্টেম্বর '৯৯-এর মধ্যে প্রস্তাবটি অবশ্যই ইউনেস্কোর সদর দফতরে পৌঁছাতে হবে—অতি গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটি জনাব রফিক বাংলাদেশের শিক্ষা সচিব কাজী রকিব উদ্দিনকে টেলিফোনে জানান ৫ সেপ্টেম্বর '৯৯।

প্রকৃতপক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি জানতে পারেন ৯ সেপ্টেম্বর '৯৯-এর সকালে। তিনি বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র প্রস্তুত করে ৯ সেপ্টেম্বর রাতেই তা ফ্যাক্সযোগে ইউনেস্কোর সদর দফতরে প্রেরণের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রী যদি বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব না দিতেন তাহলে নির্ঘাত সমুদয় কার্যক্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতো।

তাই এই ঐতিহাসিক গৌরব অর্জনের জন্য বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সহস্র অভিনন্দন।